যুগান্তর

তারিখ · ১২ · FEB · ২০০৬
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শান্ত হউক পলিটেকনিক

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রবিধান কমিটির সভায় শিক্ষার্থীদের দাবি মানিয়া লওয়া এবং 'পরীক্ষার নূতন নিয়ম' রিভিউয়ের উদ্যোগ গ্রহণের পর দেশের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলিতে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমিত হইবে নিশ্চয়ই। কর্তৃপক্ষ এইরূপ পদক্ষেপ কয়েক দিন পূর্বেই কেন গ্রহণ করিল না— সেই প্রশ্ন অবশ্য উঠিতেই পারে। উহাতে অনাকাঙ্ক্ষিত অনেকগুলি ঘটনা এড়ানো সহজ হইত। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান দাবি করিয়াছেন, রেফার্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ লইয়া ভুল বোঝাবুঝির কারণেই পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলিতে বিক্ষোভ শুরু হইয়াছিল। সংশ্লিষ্টরা অবশ্য জানাইয়াছেন, ২০০৫ সালের পূর্বে শিক্ষার্থীরা চার দফা রেফার্ড পরীক্ষায় অংশ লইতে পারিত। নূতন নিয়মে উহা দুই বারে নামাইয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু দুই-তিন বৎসর পর উহা নজরে আসিলে পর শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। নূতন প্রবিধান জারি করিবার সময়ই পর্যাপ্ত প্রচারের ব্যবস্থা লইলে 'ভুল বোঝাবুঝি' হইত না। উহার মাধ্যমে স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়িত্বহীনতারই পরিচয় দিয়াছে। বারংবার রেফার্ড পরীক্ষার পক্ষে শিক্ষার্থীদের অবস্থানও সমর্থনযোগ্য নহে। এইরূপ প্রবিধানের দাবি তাহাদের একাডেমিক দৈন্যই তুলিয়া ধরে। অকৃতকার্য নিয়মিত পরীক্ষার্থী একপর্যায়ে অনিয়মিত হিসাবে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবে, উহাই বা নূতন কিসে? অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে। একজন পরীক্ষার্থী অনন্তকাল ধরিয়া নিয়মিত থাকিতে পারে না। দাবি আদায়ে জ্বালাও ও ভাংচুর করিবার প্রবণতাও মানিয়া লওয়া যায় না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উত্তেজনা ক্যাম্পাসের বাইরে ছড়ানোও সমীচীন নহে। কথায় কথায় রাজপথ অবরোধ ও গাড়ি ভাংচুর বন্ধ করিতে হইবে। পরাধীনতার কালে প্রশাসনকে বেকায়দায় ফেলিতে শিক্ষার্থীরা যেইভাবে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন করিয়াছে, স্বাধীন দেশে উহা চলিতে পারে না। ব্যক্তিগত রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট করা ফৌজদারি অপরাধ। শৃংখলা বজায় রাখিতে উহা কঠোরহস্তে দমনের বিকল্প নাই। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া দল বাঁধিয়া মারপিটের এই সর্বনাশা সংস্কৃতি আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে গত কয়েক দশক ধরিয়া কলুষিত করিতেছে। শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে হইলে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা লইতে হইবে। নূতন নিয়মে শিক্ষার্থী কমিয়া যাইবার আশংকায় বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের কতিপয় মালিক বিক্ষোভ ও ভাংচুরে ইন্ধন জোগাইয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। উহাও খতাইয়া দেখিতে হইবে। গত কয়েকদিনে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলিতে পুলিশও বাড়াবাড়ি করিয়াছে। শিক্ষাঙ্গনে দায়িত্ব পালনের সময় আইন-শৃংখলা বাহিনী সংযত আচরণ করিবে বলিয়াই প্রত্যাশা। দায়িত্বশীল ব্যক্তি কিংবা শিক্ষার্থীদের সহিত আলোচনায় যেই উত্তেজনা কমানো সম্ভব, লাঠিচার্জের ন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া উহাকে প্রজ্বলিত করিবার ঔপনিবেশিক মানসিকতা পরিহার করা প্রয়োজন। যেই কোন সংঘর্ষের পরপরই পুলিশ কিংবা মারমুখী পক্ষগুলির অহেতুক মামলা করিবার প্রবণতাও কাম্য নহে। উহা কেবল বিদ্বেষই বাড়ায় না, মামলাজট বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে। বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের সময় কিছু শিক্ষার্থীকে আটক করা হইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে নির্বিচারে ধরপাকড়ের ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আটক শিক্ষার্থীদের সহিত যথাযোগ্য আচরণ এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকিলে উত্তেজনা কমিয়া যাইবার পর তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়াই মঙ্গল হইবে। কয়েক দিনের নৈরাজ্যের পর তাহাদের মুক্তির দাবিতে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলি ফের অশান্ত হইয়া উঠুক— কেহই চাহে না।